প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 11 ● Bardhaman ● 15 November 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, জন্ম তারিখের প্রমাণ নয়,স্থায়ী বাসিন্দারও প্রমাণ নয় ! আধার তাহলে কিসের জন্য ? নাগরিকদের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য ? উঠছে প্রশ্ন।

● "২০০২ এর সংশোধনের সময় কী তার 'বেস ইয়ার' ২৩ বছর আগের কোনো সালকে ধরা হয়েছিল ? তাহলে এবারে কেন ২৩ বছর আগে ২০০২ এর ভোটার তালিকাকে 'বেস ইয়ার' ধরা হচ্ছে? কেন ২০২৪ নয় ? কেন ২০২১ নয়? কেন ২০১৯ নয় ? কেন ২০১৬ নয় ?" এসআইআর ইস্যুতে প্রশ্ন তুললেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● ধনেখালি হাসপাতালে রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কান্ডে অভিযুক্ত ডাক্তারবাবু ও নার্সিং স্টাফকে শোকজ করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত।

● ধনেখালির চারা বাগানে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা,মৃত ১

● "বাংলার মাটি,বাংলার জল" রাজ্য সঙ্গীতটি স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে বাধ্যতামূলক ভাবে গাইতে হবে,বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ।

● শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল জামালপুর ব্লকের পিরিজপুর এসএসকে। ছাত্র থাকলেও অবসর গ্রহণের পর নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি।

● তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা এসসি এবং ওবিসি সভাপতি নির্বাচিত হলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি।

● "১১ বছর ধরে উনি প্রধানমন্ত্রী, এখন উনি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মন্তব্য করছেন ! এতো বছর ধরে উনি কী লবডঙ্কা করলেন ? " বিস্ফোরক সুজন চক্রবর্তী।

● এসআইআর ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করার নিদান দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী।সমাজ মাধ্যমে নওসাদ লিখেছেন, "মাননীয়া দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করুন।ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করার নিদান দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এখন কথা হচ্ছে,ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) করার

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালি হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ !

নিজস্ব প্রতিবেদন - জঘন্য পরিষেবা ধনেখালি হাসপাতালের। নামেই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল,কিন্তু এখনও খাতায় কলমে চালু হয়নি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, পরিষেবাও তথৈবচ। হাসপাতালের ডা: সাবির উদ্দিন আহমেদ এবং নার্সিং স্টাফ অভিজিৎবাবুর ব্যবহারও খুব খারাপ, অভিযোগ। গত বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ভোর বেলা ডাক্তারবাবু রুমে ঘুমাচ্ছেন, ইমার্জেন্সিতে বুকের যন্ত্রণা নিয়ে রোগী আসার পর ডাক্তারবাবু রোগীকে দেখতে আসেননি,নার্সিং স্টাফ নিজেই করলেন ডাক্তারি, দিলেন ইনজেকশন,অভিযোগ। ঘন্টাখানেক পরে ডাক্তারবাবু আসার পর রোগীকে চেক আপও করলেন না,ছুঁয়েও

(এরপর দুয়ের পাতায়)

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কন্যাশ্রী ছাত্রীদের শিক্ষা মূলক ভ্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার আয়োজন করা হয়।ছাত্রীরা বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার পরিদর্শনের

আউসগ্রাম ২ ব্লকের আমরগড় হাই স্কুল,পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক স্কুল এবং জামতাড়া হাই স্কুলের মোট ১৪০ জন কন্যাশ্রী ছাত্রীদের নিয়ে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের পাশাপাশি জেলা শাসকের দফতর, জেলা পরিষদ,মহিলা থানার কার্যালয় এবং বর্ধমান কো-অপারেটিভ ব্যাংক সহ বিভিন্ন

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিএলও'র কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ।

তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম মার্ডার কেসে ৮ সিপিএম কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলির ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়িতে তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রমের খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ৮ জন আসামীকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত।আজ থেকে ১৫ বছর আগে ২০১০ সালের ১৮ মার্চ ধনেখালির গুড়বাড়িতে খুন হয়েছিল তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম। সেদিন ছিল তার ছেলে সুনীল হেমব্রমের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন। রাজনৈতিক কারণে ক্ষুদিরামকে কুপিয়ে খুন করে নদীর জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেদিন মাঠে কাজ করে সন্ধ্যার দিকে তপন রুইদাসের বাড়ি গিয়েছিল ক্ষুদিরাম।তারপর আর বাড়ি ফেরা হয়নি।পরেরদিন গুড়াপের বেনাথলির কাছে ঘিয়া নদী থেকে তার বস্তা বন্দী মৃতদেহ উদ্ধার হয়।তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে ঘিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।খুনের ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের পর ১০ জন সিপিএম কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ,পরে জামিনে মুক্তি পায় তারা।অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হল লালু হাঁসদা,লক্ষ্মীরাম বাস্কে,লক্ষ্মীনারায়ণ সোরেন, নাড়ু টুডু, সিদ্ধেশ্বর মালিক, সনাতন মালিক,রবি বাস্কে,গণেশ মালিক, অমর রুইদাস ও নেপাল মালিক।বিচার চলাকালীন মারা যায় ২ অভিযুক্ত অমর রুইদাস ও নেপাল মালিক। মঙ্গলবার ছিল ফাইনাল রায় ঘোষণার দিন।লালু হাঁসদা সহ দোষী ৮ জনকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন চুঁচুড়া কোর্টের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা।মামলার সরকারি আইনজীবী

(এরপর দুয়ের পাতায়)

সোনার মেয়ে প্রত্যুষাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দিল জামালপুর ব্লক ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা - অনুর্ধ্ব ১২ আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায়

প্রথম স্থান দখল করে দেশ,রাজ্য,জেলা ও জামালপুর ব্লকের নাম উজ্বল করে নেপাল থেকে সদ্য ঘরে ফিরেছে জামালপুর ব্লকের জোতশ্রীরাম অঞ্চলের কোরা গ্রামের সোনার মেয়ে প্রত্যুষা কোলে। সোনার মেয়ের এই সাফল্যে খুশীর জোয়ার জামালপুরে। প্রতিযোগিতা জিতে সে স্বর্ন পদক সহ ট্রফি ও সার্টিফিকেট পায়।নিজের গ্রামে ফিরতেই তার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, অঞ্চল সভাপতি তপন দে, প্রধান আরিফা বেগম সহ অন্যান্যরা।প্রত্যুষার বাড়িতে গিয়ে তাঁরা তাকে ফুল,মিষ্টি ও মোমেন্টো দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। মেহেমুদ খাঁন বলেন,এক অনন্য সাধন করেছে আমাদের সোনার মেয়ে প্রত্যুষা। জামালপুরে আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দিয়েছে সে। গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে তাঁদের। আসন্ন ওয়ার্ল্ড কাপে তার সাফল্য কামনা করেছেন তিনি। সম্প্রতি জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকেও তাকে সম্বর্ধনা জানানো হল।উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্তকর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন প্রমুখ।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 11 ● 15 November, 2025

প্রসঙ্গ এসআইআর (SIR)

শুরু হয়েছে এসআইআর।৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিএলও'রা।দিচ্ছেন দু'কপি এনুমারেশন ফর্ম। বিএলও'রা তিন বার করে যাবেন আপনার বাড়িতে।এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম ফিলাপ করে দু'কপি রঙিন ছবি সহ বিএলও'কে জমা দিতে হবে। বিএলও সই করে এক কপি ফর্ম আপনাকে ফেরত দেবেন। ফর্মের সঙ্গে কোনো ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে না।এনুমারেশন ফর্ম জমা দিলেই খসড়া ভোটার তালিকায় নাম উঠবে।খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর।যাদের নিজেদের নাম কিংবা বাবা মায়ের নাম কিংবা ঠাকুরদা,ঠাকুমা, দাদু, দিদিমার নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে রয়েছে তাদের ম্যাচিং হয়ে গেলে তাদের আর কোনো কাগজ জমা দিতে না,তাদের হেয়ারিংয়েও ডাকবে না।কিন্তু যাদের নিজেদের নাম কিংবা বাবা মায়ের নাম কিংবা ঠাকুরদা,ঠাকুমা,দাদু,দিদিমার নাম ২০০২ এর ভোটার লিস্টে নেই অথবা যাদের নাম ম্যাচিং হবে না তাদের হেয়ারিং এ ডাকবে।হেয়ারিং এ ডাকলে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি ভারতীয় নাগরিক,জমা দিতে হবে তার সপক্ষে প্রমাণ পত্র।আপনার ডকুমেন্ট দেখে সন্তুষ্ট হলেই ফাইনাল ভোটার লিস্টে নাম উঠবে আপনার।ফাইনাল ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হবে ৭ ফেব্রুয়ারি।তবে অযথা আতঙ্কিত হবেন না।২০০২ এর ভোটার লিস্টে নাম না থাকলেও আপনি যদি ভারতীয় নাগরিক হোন তাহলে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই।হয়তো সাময়িক বেগ পেতে হবে।কমিশন নির্ধারিত ১১ টি ডকুমেন্ট না থাকলেও আপনি আপনার নাগরিকত্বের সপক্ষে অন্য প্রামাণ্য নথি দিতে পারেন,সঙ্গে পরিচয় পত্র হিসেবে দিতে পারবেন আধার কার্ড।নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা আপনার ডকুমেন্ট দেখে সন্তুষ্ট হলে ফাইনাল ভোটার লিস্টে নাম উঠবে।তাছাড়া কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেও কাজ না হলে সর্বোপরি বিচারবিভাগ তো আছেই,চিন্তা কিসের।এস আই আর (SIR) হোক না, ক্ষতি কি? ভয়ের কি আছে ? এর আগেও তো SIR হয়েছে। দুধে কতটা জল আছে,কিংবা চালে কত কাঁকড় আছে সেটাও তো জানা দরকার,তাই না ?

জনগণের পক্ষে

না ডানে,না বামে,একদম সোজাসুজি চোখে চোখ রেখে কথা বলার স্পর্ধা রাখে খবর সোজাসুজি।আমরা খবর ছাপি,চাপি না।শাসক এবং বিরোধী, উভয় দলেরই ভাল-মন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা-পর্যালোচনা করি।প্রয়োজনে করি গঠনমূলক সমালোচনাও।এটাই সংবাদমাধ্যমের কাজ।এতে যদি কারও রাগ হয়,আমাদের কিছু করার নেই।আমরা সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলতে পছন্দ করি।আমরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নই,আমরা জনগণের পক্ষে।

ইসরাইল মল্লিক,সম্পাদক, খবর সোজাসুজি

(প্রথম পাতার পর) তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম মার্ডার কেসে

চণ্ডী চরণ ব্যানার্জি বলেন,আইনের লড়াইতে পরিবার ন্যায় বিচার পেয়েছে।যে নৃশংস ভাবে ক্ষুদিরামকে খুন করা হয়েছে তাতে আইনের লড়াইতে পরিবার বিচার পেয়েছে।এই মামলায় পুলিশের তদন্তকারী অফিসার নির্দিষ্ট সময়ে চার্জশিট জমা দেওয়ায় অভিযুক্তরা কেউ রেহাই পায়নি।মৃতের স্ত্রী মালতী হেমব্রমকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ডালসার মাধ্যমে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন,আইন ও পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা মজবুত করেছে এদিনের আদালতের রায়।এ বিষয়ে শক্তি দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এরা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার।ন্যায় বিচার এরা বিচারালয়েই পাবে।

(প্রথম পাতার পর) পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে

গুরুত্বপূর্ণ দফতর ঘুরে দেখেন।পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে কন্যাশ্রী ছাত্রীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে আলোচনা ও উৎসাহ প্রদান করেন। এছাড়াও,ছাত্রীরা অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কন্যাশ্রী মেয়েদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা এবং প্রশাসন,বিজ্ঞান ও নারী-সশক্তিকরণের ক্ষেত্র সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নোটিশ

আমরা আমাদের SAYAK DIAGNOSTIC (Moubesia, Chopa,Hooghly) সেন্টারটি গত 1st আগস্ট ২০২৫ থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। জনসাধারণের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

নমস্কারান্তে

বিশ্বেশ্বর দাস

ভারতের গ্রামীণ মেরুদণ্ড - অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব

পীযূষ সিংহ রায়

গ্রাম পঞ্চায়েত,ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে স্থানীয় স্বশাসনের ভিত্তি, শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সংস্থা নয়, এটি দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে, যা ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রামবাসীর নির্দিষ্ট চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের একটি বড় অংশ গ্রামে বসবাস করে,তাই জাতীয় অর্থনীতির সাফল্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর প্রাণশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা - গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে বহুস্তরীয় ভূমিকা পালন করে। যেমন - বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন - গ্রাম পঞ্চায়েতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো গ্রামীণ পরিকল্পনা।কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার বিপরীতে,গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP) গ্রাম সভার (সমস্ত ভোটারের সাধারণ সভা) সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হয়, যা স্থানীয় জনগণের প্রকৃত অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে।

প্রয়োজনভিত্তিক উন্নয়ন - গ্রাম পঞ্চায়েতেরা স্থানীয় অবকাঠামো, জীবিকা ও সামাজিক পরিষেবার চাহিদা নির্ধারণ করে এবং সর্বাধিক অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে এমন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়।

সম্পদের কার্যকর ব্যবহার - তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রধান প্রকল্প যেমন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA) বাস্তবায়ন করে,যা মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে এবং জল সংরক্ষণ কাঠামো ও রাস্তার মতো গ্রামীণ সম্পদ তৈরি করে, স্থানীয় ক্রয়ক্ষমতা ও অবকাঠামো উন্নত করে। অবকাঠামো উন্নয়ন - গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় রাস্তা, ড্রেন, জল সরবরাহ প্রকল্প (জল জীবন মিশন) এবং স্ট্রিট লাইটিং-এর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করে,যা বাজারের সঙ্গে গ্রামের সংযোগ এবং জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক। **জীবিকা ও উদ্যোগ উন্নয়ন** - গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় জীবিকা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) ও ক্ষুদ্র ঋণ - গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ করে

নারীদের জন্য (ছবি গঠনে সহায়তা করে এবং ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই গোষ্ঠীগুলো ছোট উদ্যোগ শুরু করে, যার ফলে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্য ঘটে।

দক্ষতা উন্নয়ন - তারা পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে, যাতে গ্রামীণ যুবকরা ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক খাতে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা অর্জন করতে পারে। **কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম** - গ্রাম পঞ্চায়েত কৃষকদের সরকারি ভর্তুকি, মানসম্পন্ন বীজ ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা করে। তারা স্থানীয় বাজার ও কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার গঠনে সহায়তা করতে পারে,যা ফসল-পরবর্তী ক্ষতি কমায়।

সামাজিক ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি -গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নের সুবিধা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশে পৌঁছাতে নিশ্চিত করে, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। দারিদ্র্য বিমোচন - তারা দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ও কল্যাণ প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY-G) এবং জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)-এর সুবিধাভোগীদের শনাক্ত ও সহায়তা করে।

সেবার সমতা - গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত বাসিন্দার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যসেবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ, যা একটি উৎপাদনশীল কর্মশক্তি গঠনে শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক।

চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতির পথ - তাদের মৌলিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও,গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো কিছু বাধার সম্মুখীন হয় যা তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সীমিত করে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা - অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত উচ্চতর সরকারী স্তরের অনুদানের উপর নির্ভরশীল এবং পর্যাপ্ত নিজস্ব উৎস রাজস্ব (OSR) সংগ্রহের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নেই।

দক্ষতার অভাব - জটিল উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও শিক্ষিত প্রশাসনিক কর্মীর অভাব রয়েছে। **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ** - সরকার থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের অভাব এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বায়ত্তশাসন ও দক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত হলো গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শক্তিশালী অনুঘটক। নাগরিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতায়িত করে, গ্রাম পঞ্চায়েত নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন টেকসই, প্রাসঙ্গিক এবং জনগণকেন্দ্রিক।এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন,নির্বাচিত শিক্ষিত সদস্য ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং স্বচ্ছতার জন্য ডিজিটাল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শক্তিশালী করা জরুরি, যাতে শক্তিশালী, ন্যায়সঙ্গত ও প্রাণবন্ত গ্রামীণ অর্থনীতি এবং জাতির প্রকৃত প্রবৃদ্ধির মেরুদণ্ড গড়ে তোলা যায়।

(প্রথম পাতার পর) ধনেখালি হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফের বিরুদ্ধে

দেখলেন না,কি হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে ইসিজি করতে হবে লিখে দিলেন। ডাক্তারবাবু নার্সিং স্টাফ অভিজিৎবাবুকে বললেন বিপিটা দেখে নিতে। ডাক্তার বাবুকে ইমারজেন্সি রোগীকে দেখতে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রোগীর পরিবারের সঙ্গে করলেন দুর্ব্যবহার,দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ডাক্তার সাবির উদ্দিন আহমেদ এবং নার্সিং স্টাফ অভিজিৎ বাবুর বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, রোগীর পরিবারকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুর ব্যবহার দেখে বাধ্য হয়ে হাসপাতাল থেকে রোগীকে নিয়ে চলে যান রোগীর পরিবার। চরম ক্ষুব্ধ রোগীর পরিবার পরিজন। ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন ছাড়াই নার্সিং স্টাফের ডাক্তারির ফলে রোগীর যদি কিছু হয় তার দায়ভার কি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নেবে ? উঠছে প্রশ্ন। বিএমওএইচ'কে তৎক্ষণাৎ ফোন করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ডাঃ সাবির উদ্দিন আহমেদ এবং নার্সিং স্টাফ অভিজিৎ বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান রোগীর পরিবার।অভিযোগ শোনার পর ঘটনার নিন্দা করে বিএমওএইচ জানান,বিষয়টি তিনি তদন্ত করে দেখবেন।ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফকে শো কজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে খবর সোজাসুজি'র সাংবাদিককে বিএমওএইচ ফোনে জানান,অভিযুক্ত ডাক্তার ও নার্সিং স্টাফের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।ধনেখালি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে এর আগেও অভিযোগ উঠেছে,বহু রোগীর আছে বহু অভিযোগ।এবং ডাক্তার সাবির উদ্দিন আহমেদ এবং নার্সিং স্টাফের বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও নতুন কিছু নয়। বিভাগীয় তদন্ত শেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদৌও কোনো কড়া পদক্ষেপ নেয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ এবার ধনেখালিতে !

নিজস্ব প্রতিবেদন - জামালপুরের পর এবার ধনেখালি ! বিমল সাঁতরার পর এবার আশা সরেন ! মৃত্যু মিছিল চলছেই ! এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার অভিযোগ এবার ধনেখালিতে ।হুগলির ধনেখালি ব্লকের সোমসপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কানানদী পূর্ব বনপুরে গত শনিবার এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন ২৭ বছর বয়সী আশা সরেন নামে আদিবাসী এক মহিলা ও তার ৬ বছরের মেয়ে মনিকা সরেন।সোমবার দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আশা সরেনের ।আশার বিয়ে হয়েছিল হরিপালের জেজুর এলাকায়। কিন্তু বিগত প্রায় ৫ বছর ধরে আশা তার বাপের বাড়িতে থাকতেন।স্বামী মদ মাতালেষ্ণ, আশাকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ ।তাই বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন আশা ।তারপর থেকে আর যাননি শ্বশুর বাড়ি ।ভোটার

তালিকায় শ্বশুর বাড়িতে নাম আছে আশার ।স্বভাবতই এখানে ভোটার তালিকায় তার নাম নেই ।এখানে তারপ্ত ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় এখানে পান নি এসআইআর(SIR) ফর্ম।এ নিয়ে আশার বাবা রবি মুর্মু আশাকে জানান - ভয় -ভাবনার কিছু নেই,শ্বশুর বাড়িতে ফর্ম দেবে, ওটা পূরণ করলেই হবে।তা না হলে অনলাইনেও ফর্ম ফিলাপ করা যাবে ।কিন্তু এসআইআর আতঙ্কে শনিবার সকালে আশা ঘাস মারা বিষ খান বলে অভিযোগ,নিজের ৬ বছরের বাচ্চা মেয়ের মুখেও একটু বিষ দেন বলে আশার পরিবার সূত্রে জানা গেছে ।মা মেয়েকে ভর্তি করা হয় পিজি হাসপাতালে।সোমবার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আশা, মেয়ে মনিকার অবস্থা স্থিতিশীল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।আশার পরিবারের সঙ্গে রবিবার ও সোমবার দেখা করেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ,সোমসপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুষ্প ভান্ডারী সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, দেন পাশে থাকার আশ্বাস।

তামিলনাড়ুতে কাজে গিয়ে এসআইআর আতঙ্কে এবার মৃত্যু হল জামালপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের,অভিযোগ। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বিমল সাঁতরা, বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের নবগ্রামে।মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,সাংসদ সামিরুল ইসলাম,জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন,বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি প্রমুখ,দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সিঙ্গুরে।সিঙ্গুর নাদাবাজারে এসআইআর(SIR) এর সমর্থনে আয়োজিত বিজেপির পথসভায় হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির।শুরু হয় পুলিশ এবং তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ।অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেয় বিজেপি এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও শুরু হয় পথসভা।

ধনেখালি বিধানসভার সকল অঞ্চলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে SIR সংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্র "বাংলার ভোট রক্ষা শিবির"।

গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ঠিকানা: গ্রাম- গঙ্গেশনগর পোঃ- সাহাবাজার জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ২২ H.G., তারিখ :০২/০২/১৯৭৮

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমুহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৯৫তারিখ ২৭/০৮/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডএর সদস্য/সদস্যাগণকেজানানো যাইতেছে যে আগামী ০৭/১২/২০২৫ তারিখ(রবিবার) সকাল ১১টার সময় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার দিনে এই সমিতির আগামী পরিচলন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ও নির্বাচন নির্ঘন্ট অত্র পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হইল।উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম অত্র সমিতির কার্যালয় হইতে সমিতির উপবিধি,সমবায় আইন ২০০৬ ও নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সহকারি রিটার্নিং অফিসার এবং তৎ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সমিতির সদস্যাগণকেআহ্বান করা যাইতেছে।

নির্বাচন -সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন (৬ জন)+ তপশিলী জাতি/উপজাতি (১ জন)+ মহিলা (২জন) = মোট ৯ জন

এলাকা-সমবায় সমিতির উপবিধি অনযায়ী সদস্য ভুক্তির সম্পূর্ণ এলাকা থেকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা-পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪ সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১ র নিয়ম ৪২ (সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

নির্বাচনী নির্ঘন্ট সুচী	সময়সুচী	স্থান
১। মনোনয়ণ পত্র বিলি ও গ্রহণ	২১/১১/২০২৫ হইতে ২২/১১/২০২৫ বেলা ১২ .০০ টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২। মনোনয়ণ পত্র পরীক্ষা	২৪/১১/২০২৫ বেলা ১১ .৩০ টা হইতে	সমিতির অফিস
৩। বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৪/১১/২০২৫ মনোনয়ন পত্রের পরীক্ষার শেষ হবার পর	সমিতির অফিস
৪। মনোনয়ণ পত্র প্রত্যাহার।	২৫/১১/২০২৫ বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫। চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী তালিকা প্রকাশ।	২৫/১১/২০২৫ বৈকাল ৩টার পর	সমিতির অফিস
৬।ভোট গ্রহন।	০৭/১২/২০২৫ সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রাঙ্গন
৭।গণনা।	০৭/১২/২০২৫ ভোটগ্রহন শেষের পর	সমিতির প্রাঙ্গন
৮। নির্বাচনের ফল প্রকাশ	০৭/১২/২০২৫ গণনার শেষে	সমিতির অফিস

বিঃদ্রঃ- ১. ভোটারদের ভোটদানের সময় তার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
২. কোন সদস্য/ভোটার/প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে আনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ- ১২-১১-২০২৫

সহকারী রিটানিং অফিসার
গঙ্গেশনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
Assistant Returning Officer
Gangeshnagar S.K.U.S. LTD.

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর,পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ধনেখালির চারা বাগানে ধুন্ধুমার।বাইকের ধাক্কায় শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃতদেহকে রাস্তায় রেখে গত শনিবার সন্ধ্যায় রাস্তায় বাম্পারের দাবিতে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। অবরোধে সামিল হন মৃত শিশুর পরিবার।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,গত শুক্রবার রাতে রকেট গতিতে আসা এক বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক শিশুর।বুলেট গাড়িটি ধনেখালির দিক থেকে রকেট গতিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পালসার গাড়িতে।বুলেট গাড়িতে ছিল ৩ জন যুবক এবং পালসার গাড়িতে ছিল ৩ টি বাচ্চা ও তার মা বাবা।গুরুতর জখম হয় উভয় বাইকের আরোহীরা।গুরুতর আহত অবস্থায় চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই একটি শিশুর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি চারা বাগানে।শনিবার সন্ধ্যায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় বিধায়ক অসীমা পাত্র ও ধনেখালি থানার পুলিশ। পুলিশ ও বিধায়কের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রবল উত্তেজনা।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে অঙ্কন ও আলপনা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো,আলোচনা সভা,সঙ্গীত,নৃত্য ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

তারিখ - ১৮ জানুয়ারি,২০২৬ রবিবার ●সময় - দুপুর ১২ টা ● স্থান - শিপতাই হাইস্কুল যোগাযোগ নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮ শ্রেণী ভিত্তিক অঙ্কনের বিষয় ঃ 'ক' বিভাগ - দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ● বিষয় - ফুল ●সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। 'খ' বিভাগ - তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ● বিষয় - পাখি ●সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

'গ' বিভাগ - পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী ● বিষয় - গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য ● সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ।

'ঘ' বিভাগ - সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী ● বিষয় - শীতের সকাল ● সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

'ঙ' বিভাগ - নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী ●বিষয় - গ্রামীণ মেলা ● সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

'চ' বিভাগ - সর্বসাধারণ ঃ বিষয় - আল্পনা ● সময় - ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ।

নিয়মাবলী ঃ

১. প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য এন্ট্রি ফি সহ আগাম নাম লেখাতে হবে।রবিবার, ১১ জানুয়ারির মধ্যে হোয়াটস অ্যাপে অথবা ফোন করে নাম লেখাতে হবে। এন্ট্রি ফি ৫০ টাকা।হোয়াটস অ্যাপ ও ফোন নং - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮।

২.কে কোন্ শ্রেণীতে পড়ো,তার প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং তার এক কপি জেরক্স জমা দিতে হবে।

৩.প্রতিযোগীদের শুধুমাত্র কাগজ দেওয়া হবে।অঙ্কন ও আলপনার সরঞ্জাম প্রতিযোগীকে আনতে হবে।

৪.প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে এসে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৫.পেন্সিল স্কেচ চলবে না, রং করা পূর্ণাঙ্গ ছবি জমা দিতে হবে।

৬.বিকেল ৪ টের পর ফলাফল প্রকাশিত হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রত্যেক বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়,তৃতীয় ছাড়াও প্রতিযোগীর সংখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে ১০ জন এবং সর্বাধিক ২০ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

আলোচনা সভা - দুপুর ২ টা

আলোচ্য বিষয় - ফিরিয়ে দাও ছেলেবেলা, যেমন খুশি তেমন সাজো (সর্বসাধারণের জন্য) - বিকেল ৩ টা

নিয়মাবলী - অশ্লীলতা বর্জিত রুচি সম্মত বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।এন্ট্রি ফি এক জন হলে ৫০ টাকা,টিম (সর্বাধিক ৩ জন) হলে ১০০ টাকা। ১১ জানুয়ারির মধ্যে এন্ট্রি ফি সহ আগাম নাম লেখাতে হবে। দুপুর ২ টোর মধ্যে রিপোর্টিং করতে হবে, ২ টো ৪৫ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যেতে হবে।

নবকুমারের গান - বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিট

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান -বিকেল ৪ টা

আদিবাসী নৃত্য - বিকেল ৪ টে ৩০ মিনিট।

স্পীড ব্রেকারে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - দুর্ঘটনা কমাতে রাস্তায় স্পীড ব্রেকার দিলেই হবে না,প্রয়োজনে স্পীড ব্রেকার তুলতেও হবে।কাশীপুর ও মহরমপুর স্কুলের সামনে পরপর পাঁচটা করে দশটা বাম্পার, দু'জায়গায় কুড়িটা বাম্পার,ভাবা যায় ! এতে তো হিতে বিপরীত হচ্ছে,দুর্ঘটনা কমার জায়গায় বাড়ছে।খানপুর থেকে কানানদী হয়ে ধনেখালি যাবার রাস্তায় গুড়াপ থানার অন্তর্গত মহরমপুর স্কুলের সামনে একসাথে পরপর পাঁচটা করে দশটা বাম্পার।আবার ধনেখালি থানার অন্তর্গত কাশীপুর স্কুলের সামনেও একসাথে পরপর পাঁচটা করে দশটা বাম্পার।চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের সামনের রাস্তায় বাম্পার

অবশ্যই দরকার আছে,তা বলে পাঁচটা করে দশটা বাম্পার ! এতে তো হিতে বিপরীত হচ্ছে, দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই।বাইক বা চার/ছ'চাকা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে একটা কি দু'টো করে বাম্পার দিলে হতো না ? উঠছে প্রশ্ন।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে সাইবার সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়া সাইবার ক্রাইম থানার পক্ষ থেকে লোকপুর,ভৈরবস্থান, জুনবেদিয়া,নূতনচটি,কাটজুড়ি ডাঙ্গা, চাঁদমারিডাঙ্গা,কেরানীবাঁধ,রাণীগঞ্জ মোড় এবং বাঁকুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত হচ্ছে একাধিক সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জনসচেতনতা শিবির।এই বিশেষ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় নাগরিকদের সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা,বিশেষ করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা, লোন অ্যাপ জালিয়াতি,বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণা,লটারি জালিয়াতি এবং ফিশিংয়ের মতো সাইবার হুমকি থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করা। সাইবার থানার অফিসাররা এই বিষয়ে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করছেন, সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করছেন এবং কীভাবে

প্রতারকরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে সেগুলি সবিস্তারে জানাচ্ছেন।নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে,অচেনা ব্যক্তি বা কোনো ভুয়ো অ্যাপে নিজের ব্যক্তিগত বা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার না করতে এবং সাইবার সংক্রান্ত যেকোনো সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে নিকটস্থ থানায়, সাইবার হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এ বা cybercrime.gov.in এ রিপোর্ট করারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশ এসেছে দিল্লিতে অবস্থিত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে। তাহলে মাননীয়া, দিল্লিতে গিয়ে এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন।"

● বোমার বিরুদ্ধে চলছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযান।ইতিমধ্যেই এগারোশো'র বেশি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

● মুসলিম মেয়েদের নামের শেষে খাতুন,বিবি,বেগম ইত্যাদি না লিখে পদবি লিখুন।পদবিই তো আপনার বংশের পরিচয়।তা না হলে কেমন সমস্যা হতে পারে তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

● আলু বীজ ও সার নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাষীদের যেভাবে চুটিয়ে কাটছে তা দেখার লোক নেই।চাষী মরলে কার কি ? আলুর দাম বাড়লে যারা মাঠে নেমে পড়ে তারা এখন কোথায় ? উঠছে প্রশ্ন।

● ''যার বউ আছে তার যদি দুটো থাকতে পারে আমার বউ নেই আমার একটা বান্ধবী থাকতে পারে না", জেল থেকে ছাড়া পেয়েই অর্পিতা ইস্যুতে মুখ খুললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

● বান্ধবী আপনার থাকতেই পারে,কিন্তু বান্ধবীর খাটের তলা থেকে চাকরি চুরির কোটি কোটি টাকা উদ্ধার তো মেনে নেওয়া যায় না।অপা'র অপার মহিমা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই,রাগ করলে হবে!

● বিধানসভা এলাকার যেকোনো ভোটার হতে পারবেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার যেকোনো বুথের বিএলএ,জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

● ধনেখালির গুড়বাড়িতে তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম মার্ডার কেসে আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত।

● এনুমারেশন ফর্মে ছবি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।ছবি আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন,জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি রবিবার শিপতাই হাইস্কুলে আয়োজিত হতে চলেছে অঙ্কন ও আলপনা প্রতিযোগিতা,সঙ্গে থাকছে আলোচনা সভা,যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা এবং গান ও নাচের অনুষ্ঠান।১১ জানুয়ারির মধ্যে নাম লেখাতে হবে। অঙ্কন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি ৫০ টাকা, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি এক জন হলে ৫০ টাকা,টিম (সর্বাধিক ৩ জন)হলে ১০০ টাকা।নাম নথিভুক্ত করতে হোয়াটস অ্যাপ/ কল করুন - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

ধনেখালির চারা বাগানে বাইক দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।স্থানীয়দের দাবি মতো ১৭ নং রাস্তায় ধনেখালির বোসো চারা বাগান সহ তিনটি জায়গায় বসল স্পিড ব্রেকার।ধনেখালি থানার পক্ষ থেকে রবিবার দশঘড়া, চুঁচুড়া ১৭ নং রোডের চারাবাগান,ব্রাহ্মণপাড়া ও মদনমোহনতলায় ২ টি করে মোট ৬ টি স্পিড ব্রেকার বসানো হল।ওভার স্পীড ড্রাইভিং ও ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং চেক করতে ধনেখালি থানার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ।

জামালপুর বিধানসভার সকল অঞ্চলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে SIR সংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্র ''বাংলার ভোট রক্ষা শিবির"। সম্প্রতি ব্লক এলাকার বিভিন্ন ভোটার সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার,জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com